অপু বিশ্বাস নয়, আশীর্বাদ সিনেমার নায়িকা মাহি

অবশেষে ‘আশীর্বাদ’ সিনেমার নায়িকা হিসেবে চূড়ান্ত হলেন মাহিয়া মাহি। সরকারি অনুদান পাওয়া এ ছবিতে মাহির নায়ক রোশান। এ ছবি দিয়ে প্রথমবারের মতো জুটি বাঁধছেন তারা। আগেই জানা গিয়েছিল রোশান এ ছবিতে অভিনয় করবেন। আর বুধবার (১৯ আগস্ট) দিবাগত রাতে নিশ্চিত হওয়া গেল মাহির ব্যাপারে। ছবির প্রযোজক জেনিফার ফেরদৌস এ বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে আশীর্বাদ সিনেমার শুটিং এর জন্য চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের কথা জানিয়েছিলেন অপু বিশ্বাস। সোমবার (১৭ আগস্ট) রাত ১২:০৮ মিনিটে নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক পেইজে এই তথ্য জানান তিনি। সেখানে অপু বিশ্বাস বলেন, ‘আশীর্বাদ’ সিনেমার জন্য সবার আশীর্বাদ চাই।’ কিন্তু হঠাৎই এমন পরিবর্তন কেনো তা জানা জায়নি।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সরকারি অনুদানে পূর্ণদৈর্ঘ্য ১৬টি চলচ্চিত্রকে অনুদান দেওয়া হয়েছে। এগুলোর মধ্যে অন্যতম ‘আশীর্বাদ’। এর প্রযোজক ও কাহিনিকার জেনিফার ফেরদৌস। এটি পরিচালনা করবেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারজয়ী নির্মাতা মোস্তাফিজুর রহমান মানিক।

ছবিতে মাহিকে চূড়ান্ত করা প্রসঙ্গে প্রযোজক জেনিফার বলেন, ‘সরকারি অনুদান পাওয়ার পর থেকেই আশীর্বাদ ছবির প্রধান নারী চরিত্র সুবর্ণার জন্য নায়িকা খুঁজছিলাম। অবশেষে মাহিয়া মাহিকে আমরা চুক্তিবদ্ধ করেছি। আশা করছি ইন্ডাস্ট্রির শীর্ষ নায়িকার সঙ্গে আমাদের কাজের দারুণ অভিজ্ঞতা হবে।’

মাহি জানান, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক এই ছবির সুবর্ণা চরিত্রটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রীর চরিত্র। মুক্তিযুদ্ধের আগের উত্তাল রাজনীতি এবং মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি নিয়ে ছবিটি নির্মাণ করা হচ্ছে। প্রধান চরিত্রে থাকতে পেরে তিনি উচ্ছ্বসিত।

এদিকে ছবিটির পোস্ট প্রোডাকশনের কাজ চলছে। আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহেই এর শুটিং শুরু হবে বলে জানান ‘জান্নাত’খ্যাত এ নির্মাতা।

সূত্র- ইত্তেফাক

ক্যারিয়ারের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক!

বলিউডে জনপ্রিয়তার শীর্ষে দীপিকা পাড়ুকোন। চারিদিকে যেখানে স্বজনপ্রীতি নিয়ে এত সমালোচনা সেখানে দীপিকা এসব সুযোগের বাইরে নিজেকে শীর্ষ তারকদের একজন হয়েছেন।

ছবির চরিত্র নির্বাচনের ব্যাপারে ভীষণ খুঁতখুঁতে তিনি। মনের মতো চরিত্র না পেলে কাজ করেন না। শর্ত পূরণ হয় না বলেই সালমান খানের মতো সুপারস্টারের ছবিও একাধিকবার ফিরিয়ে দিয়েছেন তিনি। কারণ, সালমানের ছবিতে নায়িকার সেই অর্থে করার কিছু থাকে না। তবে ‘এইটি থ্রি’তে দীপিকার সংযুক্তি কেন ‘এইটি থ্রি’ ঘিরে প্রত্যাশা ক্রমে বাড়ছে।

ভারতীর ক্রিকেট দলের ১১ জন খেলোয়াড় ও দলের ব্যবস্থাপক এ ছবির মূল চরিত্র। যে দলের অধিনায়ক ছিলেন কপিল দেব। দীপিকার বর রণবীর সিং হবেন বড় পর্দার সেই কপিল দেব। তার স্ত্রী রোমির ভূমিকায় দেখা দেবেন দীপিকা। ছবিতে দীপিকার চরিত্রটি নেহাতই ছোট, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ ধরনের চরিত্রে সাধারণত অভিনয় করেন না দীপিকা।

আলমডাঙ্গায় গাছের সাথে বেঁধে বুদ্ধি প্রতিবন্ধিকে পৈশাচিক

নির্যাতন, দুই আটক

পৌনে চার বছরের শিশু কন্যাকে ধর্ষণ করা হয়েছে অভিযোগ তুলে এক বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিকে দিনের বেলায় গাছের সাথে বেঁধে পৈশাচিক নির্যাতন চালানো হয়েছে। ১২ আগস্ট বাড়ি ভর্তি প্রতিবেশীদের সামনে দীর্ঘক্ষণ ধরে প্রতিবন্ধী আব্বাস উদ্দিনকে বেধড়ক পেটানো হয়। এরপর প্রতিবন্ধীর স্ত্রী ও ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের সামনেই গাছের সাথে বেঁধে তাকে আবারও পেটানো হয়। সবশেষে পুলিশের হাতে তুলে দেয়া হয় আব্বাস উদ্দিনকে। ঘটনাটি ঘটে আলমডাঙ্গার ডাউকি ইউনিয়নের ছত্রপাড়া গ্রামে।

হঠাৎ করেই সপ্তাহবাদে গতকাল প্রতিবন্ধী আব্বাস উদ্দিনকে পৈশাচিক সেই নির্যাতনের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ভাইরাল হয়ে যায়। নজরে আসে উপজেলা ও জেলা প্রশাসনেরও। তড়িঘড়ি করে মারপিঠ করা দুইজনকে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ বৃহস্পতিবারে তাদের বাড়ি থেকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে।

প্রতিবেশী সূত্রে জানা গেছে, ছত্রপাড়া গ্রামের হাফিজুর রহমানের ছেলে জামাল উদ্দিনের পৌনে চার বছরের মেয়ের পরনের প্যান্টে রক্তের দাঁগ দেখা যায় গত ১২ আগস্ট বিকেলের দিকে। মেয়েটির পরিবারের সদস্যরা সন্দেহ করতে থাকে মেয়েটিকে ধর্ষণ করা হয়েছে। তারা সন্দেহ করে প্রতিবেশী বুদ্ধি প্রতিবন্ধি আব্বাস আলীকে।

এরপরই আব্বাস আলীকে বাড়ি থেকে টেনেহিচড়ে বের করে আনা হয়। মাটিতে ফেলে বেধড়ক পেটানো হয়। পিটানোতে অংশ নেয় হাফিজুর রহমানের ছেলে জামাল, মৃত ওয়াজেদ আলীর ছেলে নাসির উদ্দিন ও মৃত মস্তক আলীর ছেলে মোমিন।

বেদম মারপিঠ ও আব্বাস আলীর মাগো মাগো চিৎকারে পাড়ার নারী-পুরুষ ও শিশুরা ঘটনাস্থলে এসে ভীড় করতে থাকে। সাপ খেলা দেখার মত গোল হয়ে দাঁড়িয়ে সবাই প্রতিবন্ধী আব্বাস আলীকে মারপিঠ দেখতে থাকে। এই পৈশাচিক দৃশ্যপটে প্রতিবন্ধী আব্বাস আলীর স্ত্রী ও ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরাও ছিল। কিন্ত তারা কোন প্রতিবাদ করতে পারেনি। ক্ষমতার কাছে তারা ছিল পুরো অসহায়। প্রিয়জনের অমানুষিক নির্যতনের দৃশ্য দেখে ডুকরে কাঁদা ছাড়া তাদের কিছু করার ছিল না।

ভিডিওতে দেখা যায়, উঠোনের মত দেখতে একটি জায়গার চারদিকে নারী- পুরুষ ও শিশুরা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝখানের জায়গাটিতে জামাল,

নাসির ও মোমিন বেধড়ক পেটাচ্ছে আব্বাস আলীকে। কখনও লাঠি দিয়ে আবার কখনও লাথি মেরে মারা হচ্ছে আব্বাস আলীকে। আব্বাস আলী অসহায়ের মত মাগো মাগো বলে চিৎকার করছে। কেউ এই মার থেকে আব্বাস আলীকে বাঁচাতে এগিয়ে আসছে না। বেশ কিছুক্ষণ ধরে মারপিঠ করার পর আব্বাস আলীর দুটো হাত পেছনের দিকে নিয়ে বেঁধে ফেলা হচ্ছে। এরপর একটি গাছের সাথে বাঁধা হচ্ছে। গাছের সাথে বেঁধেও কিল-ঘুষি মারা হচ্ছে।

এ সময় নাসির ও মোমিন আব্বাস আলীকে মারতে থাকে। পাশে একটু দূরে দাঁড়িয়ে জামাল মোবাইলে কারো সাথে কথা বলতে থাকে। এরপরই পুলিশ গিয়ে আব্বাস আলীকে ধরে থানায় নিয়ে আসে। তার নামে মামলাও হয়। সেই মামলায় প্রতিবন্ধী আব্বাস আলী এখনও জেলে রয়েছে।

তবে কয়েকজন প্রতিবেশী নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, ধর্ষণের ঘটনাটা ঠিক নয়। মিথ্যাভাবে এটা সাজানো হয়েছে। কেন সাজানো হয়েছে জানতে চাইলে তারা বলেন, আব্বাস বুদ্ধি প্রতিবন্ধী। তবে তার স্ত্রীর বুদ্ধি অনেক ভাল। আব্বাস বেশীরভাগ সময় স্ত্রীর সাথে সাথেই লেগে থাকে। প্রতিবেশী অনেকের কুমতলব থাকতে পারে। সেটা হাসিল করতে না পেরে আব্বাস আলীকে হয়ত মারপিঠের অজুহাত খোঁজা হচ্ছিল।

এদিকে, নির্যাতনের ভিডিও ভাইরাল হওয়ায় অভিযুক্ত জামাল ও নাসিরকে আটক করেছে পুলিশ। তাদেরকে শুক্রবার আদালতে সোপর্দ করা হবে।

মামলাটির তদন্ত কর্মকর্তা থানার এসআই কামরুল ইসলাম জানান, ধর্ষণের অভিযোগে আব্বাস আলী জেলে রয়েছেন। আবার গাছের সাথে বেঁধে নির্যাতনের ঘটনায় আরও আলাদা একটি মামলা হয়েছে। সেই মামলায় জামাল ও নাসিরকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এখন দুটি মামলাই চলবে।

প্রায় কোটি টাকা নিয়ে চম্পট…

চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলা হাসাদাহ ইউনিয়ন সহ অত্র এলাকায় ” মানব কল্যাণ সংস্থার (মাকস্) নামে ভুয়া এনজিও প্রতিষ্ঠান খুলে এলাকার সর্ব সাধারণের সাথে প্রতারণা করে প্রায় কোটি টাকা হাতিয়ে

চম্পট দিয়েছেন বলে এমন অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে।

জানাযায় জীবননগর উপজেলায় আশতলা পাড়ায় মানব কল্যাণ সংস্থা (মাকস্) এর নামে ভুয়া এনজিও প্রতিষ্ঠান খুলে অত্র উপজেলার গরীব ও অসহায় মানুষকে ঠকিয়ে প্রায় কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়ে চলে গেছেন। এতে করে এলাকার মানুষ বড়ই বিপাকে পড়ে অসহায়ের মত টাকা উদ্ধারের জন্য দারে দারে ঘুরছেন ।

প্রতারণার শিকার এমন এক ভুক্তভোগী সাংবাদিকদের বলেন যে, সুজন নামের এক ব্যক্তি উক্ত সংস্থার ম্যানেজার পরিচয় দিয়ে আমাদের নিকট থেকে সঞ্চয় নিয়ে ঋণ দেওয়ার কথা বলে প্রত্যকের নিকট হতে পাঁচ হাজার টাকা করে সঞ্চয় জমা নেন। পরে ঋণ দেওয়ার নির্ধারিত তারিখের আগেই অফিস গুছিয়ে পালিয়ে গেছেন।

পরবর্তিতে ঐ সংস্থার ম্যানেজার পরিচয় দানকারী সুজনের মুঠো ফোনে একাধীকবার ফোন দিয়েও নাম্বারটি বন্ধ পাওয়া যায় । উক্ত নাম্বারটি হল ০১৯০৮-৩৮২৯৯৭ । পরে উক্ত এনজিওর একটি সঞ্চয় ও পাস বইয়ের খোঁজ মিললে উক্ত পাস বহির উপরে সংস্থার হেড অফিস ১৩ এ/ ৩ এ ব্লক বি , রাবর রোড , মোহাম্মদপুর , ঢাকা – ১২০৭ লেখা ছিল ।

এলাকাবাসী এই প্রতারক চক্র থেকে সকলকে সচেতন থাকার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন সাথে সাথে এই সমস্ত প্রতারক চক্রকে চিহ্নিত করে অতিদ্রুত শাস্তির আওতায় আনার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

প্রতিবন্ধকতার কাছে হার না মানা সিরাজ

এই বাদেম, দেশি বাদেম, চিনা বাদেম, আরও আছে ঝাল-মুড়ি, বারোভাজা। আসেন বসেন ফুইরি গেলি পাবেন না,পরে পস্তাবেন। এভাবেই নানা কৌশলে ক্রেতাদের ডেকে গ্রামের রাস্তায় রাস্তায় বিক্রি করেন এইসব মুখোরোচক খাবার। স্কুলগুলো করোনার প্রাদুর্ভাবে বন্ধ থাকায় তিনি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। এর আগে তিনি রাধাকান্তপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় ২১ বছর ধরে

ব্যবসা করেছেন।

মেহেরপুর সদর উপজেলার রাধাকান্তপুর দক্ষিণপাড়ার হাবেল উদ্দিন এর বড় ছেলে, নাম সিরাজুল ইসলাম। এলাকার লোকজন তাকে সিরাজ চাচা বলেই চেনেন। বয়সে ৫৮ পেরোলেও উচ্চতাই মাত্র ৪ ফুট। শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে বিয়ে করলেও সন্তানের মুখ দেখেননি। অভাব অনটনের চেয়েও সবচেয়ে বড় আফসোস কোন সন্তান জন্ম দিতে পারেননি।

ছোট খাটো গঠনের শান্ত স্বভাবের হওয়ায় ছোট বড় সবার কাছে অত্যন্ত প্রিয় মানুষ সিরাজ। প্যাডেল করা ভ্যানের এক কোনে বসে তিনি চালিয়ে যান ক্রেতা সন্তুষ্ট করার কাজ। সিরাজ চাচার মুখোরোচক ঝালমুড়ি খেতে দূর-দূরান্ত থেকেও জোড় হয় মানুষ।

করোনার প্রাদুর্ভাবে স্কুল গুলো বন্ধ থাকায় বিভিন্ন গ্রামের মোড়ে মোড়ে বসে চালিযে যাচ্ছেন ব্যবসা। বয়সের তুলনায় কষ্ট বেশি হলেও থেমে নেই তার পথ চলা। তবে করোনার সময়ে সরকারি বিভিন্ন সাহায্য সহযোগীতা অধিকাংশের ঘরে পৌঁছালেও সিরাজ চাচার ঘরে পৌঁছাইনি কোন সাহায্য।

মেহেরপুর প্রতিদিনকে দেওয়া সাক্ষাতকারে সিরাজ বলেন, আমার গ্রামের স্কুলকে কেন্দ্র করে আমার এই ব্যবসা। শারীরিক অক্ষমতার কারণে গ্রামে গ্রামে গিয়ে ব্যবসা করতে পারি না। স্কুল চলার সময়ে প্রতি মাসে তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকা উপার্জন করে কোন রকমে সংসার চালায়। করোনার কারণে স্কুল প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় আমি এবং আমার পরিবার অসহায়ের মতো দিন কাটাচ্ছি।

লকডাউনে মানুষ ঠিক মত বাসা থেকে বের হতে না পারায় প্রায় তিন মাস ব্যবসা বন্ধ ছিল। কোন কোন দিন একবেলা না খেয়েও কাটিয়েছি। কেউ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি। ইউনিয়ন পরিষদে চাল বিতরণ, ত্রাণ বিতরণ হলেও আজ পর্যন্ত আমি পাইনি। এছাড়াও সরকারি কোনো রকম সহায়তা আমার কাছে পৌঁছায়নি। প্রতিবন্ধী ভাতার ব্যবস্থা করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে অনেকেই কিন্তু এখনো পাইনি।

জীবনের শেষ প্রান্তে চলে এসেছি বাপু, আর কত দিনই বা বাঁচবো। বাকি জীবনটা বাদাম বিক্রি করেই চালিয়ে দিতে চাই, অনেকটা বেদনার সুরে বললেন সিরাজুল ইসলাম ওরফে সিরাজ চাচা। তিনি আরও বলেন, আমার কোন সন্তান নেই, ভবিষ্যতের চিন্তাও নাই। আল্লাহর কাছে দোয়া করি আমি যেন সুস্থ্য থাকতে পারি।

সিরাজুল ইসলামের স্ত্রী রাবেয়া খাতুন বলেন, কাচা বাদাম গুলো আমি ভেজে দিই। এছাড়া অন্যান্য আইটেম গুলো আমি তৈরি করে দিই। সে রাস্তায় রাস্তায় বিক্রি করে।

দিন শেষে যা উপার্জন হয় তা দিয়েই চলে আমাদের ছোট্ট সংসার। অভাব অনটনের মধ্যেও দু-বেলা খেয়ে দিন পার হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সন্তান না থাকায় ভবিষ্যৎ নিয়ে দু:চিন্তা হয়।

স্থানীয় ইউপি সদস্য ইসমাইল হোসেন বলেন, বাদাম বিক্রেতা সিরাজুল ইসলাম কোন রকম ভাতার জন্য আমার কাছে আবেদন করেনি। তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে তার কিছু করবো। সেই সাথে সিরাজুল ইসলাম এর বিষয়ে ইউপি চেয়ারম্যানের সাথে আলোচনা করে সরকারি সহায়তা করার চেষ্ট করবো।

মেহেরপুর জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপপরিচালক আব্দুল কাদের বলেন, আগামী অক্টোবর থেকে এই ধরণের ব্যক্তীদের তালিকা তৈরি করা হবে। সিরাজুল ইসলামের নামটি তালিকাভুক্ত করে প্রনোদনার ব্যবস্থা করে দেবো।

‘টিকিট যার, ভ্রমণ তার’ নিয়ম থেকে সরে এল রেল

ট্রেনে ভ্রমণের জন্য ক্রয়কৃত টিকিট অথবা নির্দিষ্ট মেয়াদী টিকিট হাত বদলের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছিলো বাংলাদেশ রেলওয়ে। গত রবিবার থেকে এই ব্যবস্থা চালুর পর বিড়ম্বনায় পড়তে শুরু করেন যাত্রীরা। যাত্রীদের সুবিধার কথা ভেবে চার দিনের মাথায় এসে এই কড়াকড়ি শিথিল করলো রেলওয়ে।

আজ বৃহস্পতিবার রেলপথ মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ তথ্য কর্মকর্তা শরিফুল আলম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ১৩ আগস্ট ২০২০ তারিখ বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত গণবিজ্ঞপ্তিতে রেলওয়েতে ভ্রমণকারী সম্মানিত যাত্রীসাধারণের ভ্রমণের সময় জাতীয় পরিচয়পত্রসহ ভ্রমণের কথা বলা হয়।

কিন্তু বর্তমানে যাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে বাধ্যতামূলক জাতীয় পরিচয় পত্র প্রদর্শন করার বিষয়টি এতদ্বারা শিথিল করা হলো এবং এক আইডি কার্ডে পরিবারের সর্বোচ্চ চারজন সদস্যের টিকেট ক্রয় ও ট্রেন ভ্রমণ করা যাবে।

এর আগে গত ১৩ আগস্ট এক গণবিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ট্রেনে ভ্রমণের জন্য ক্রয়কৃত টিকিট, রিটার্ন টিকিট অথবা নির্দিষ্ট মেয়াদী টিকিট হস্তান্তরযোগ্য নয়। এটি কেবল মাত্র যে ব্যক্তি বা যাত্রীর ভ্রমণের জন্য প্রদান করা হবে সেই ব্যক্তি এবং সুনির্দিষ্টভাবে যে সকল স্থানে বা মধ্যে ভ্রমণের অনুমতি প্রদান করা হবে সেই স্থানসমূহের মধ্যে প্রযোজ্য হবে।

যদি কোন ব্যক্তি ট্রেনে ভ্রমণের নিজ টিকেট, রিটার্ন টিকেট অথবা নির্দিষ্ট মেয়াদী টিকেট কারো নিকট হস্তান্তর বা বিক্রয় করে তাহলে উক্তরূপ বিক্রেতা তিন মাস পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে অথবা অর্থদন্ড অথবা উভয় প্রকারের দন্ডে দন্ডিত হবে।

অনুরূপভাবে টিকেটের ক্রেতা অন্যের টিকিট ব্যবহার করলে অথবা ব্যবহার করার চেষ্টা করলে তাকে একবার একক ভ্রমণের সমান অতিরিক্ত ভাড়ার জন্য দণ্ডিত করা হবে।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

আরও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে: প্রধানমন্ত্রী

দেশে আরও কর্মসংস্থান সৃষ্টির তাগিদ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পাশাপাশি কৃষিজমি রক্ষা করে শিল্পায়নের দিকে জোর দিয়েছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেজা)গভর্নিং বডির ৭ম সভায় প্রধানমন্ত্রী একথা বলেন। তিনি গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সভায় বক্তব্য রাখেন।

কৃষিজমি রক্ষা করে শিল্পায়নের পরামর্শ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের অর্থনীতি কৃষি নির্ভর; এতে কোনো সন্দেহ নাই, সঙ্গে সঙ্গে শিল্পায়ন আমাদের প্রয়োজন। শিল্পায়নের ক্ষেত্রে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার আহ্বানও জানান প্রধানমন্ত্রী।

পরিবেশ রক্ষা করে শিল্পায়ন করার দিকে জোর দেন সরকার প্রধান। বলেন, প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা এটাও একান্তভাবে অপরিহার্য, সেদিকেও আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই কৃষিজমি যাতে রক্ষা পায়, কৃষিজমি রক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। পাশপাশি শিল্পায়ন করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিল্পায়নের ক্ষেত্রে এটাও লক্ষ্য রাখতে হবে, ভূখণ্ডের দিক থেকে আমরা ছোট হলেও আমাদের জনসংখ্যা অনেক বেশি এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এসব জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে আমাদের যেমন কৃষিজমি রক্ষা করতে হবে, আবার প্রকৃতির সঙ্গে আমরা যাতে চলতে পারি, কারণ বাংলাদেশ একটা ডেল্টা, এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে।

সূত্র- যুগান্তর

অভিযোগ গঠনের শুনানির জন্য আদালতে সাবরিনা-আরিফসহ ৮ আসামি

করোনাভাইরাস পরীক্ষায় জালিয়াতি-প্রতারণা মামলার অভিযোগ গঠন শুনানির জন্য জেকেজির চেয়ারম্যান ডা. সাবরিনা চৌধুরী, তার স্বামী ও প্রতিষ্ঠানটির সিইও আরিফুল হক চৌধুরীসহ আট আসামিকে আদালতে হাজির করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে তাদের আদালতে আনা হয়।

এরপর বেলা পৌনে ১২টার দিকে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সারাফুজ্জামান আনছারীর আদালতে তোলা হয়। এরপর বেলা ১২টার দিকে আদালত মামলার শুনানি দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত মূলতবি করেন।

গত ১৩ আগস্ট একই আদালতে এই মামলার অভিযোগ গঠন শুনানির দিন ধার্য ছিল। কিন্তু পরে আসামি পক্ষের সময় আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত শুনানির জন্য ২০ আগস্ট দিন ধার্য করেছিলেন।

এর আগে গত ৫ আগস্ট তাদের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের পরিদর্শক লিয়াকত আলী। অভিযোগপত্রটি দেখার পর মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জুলফিকার হায়াত তা বিচারের জন্য বদলির আদেশ দেন। এরপর মামলাটি ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সারাফুজ্জামান আনছারীর আদালতে আসে।

অভিযোগপত্রে সাবরিনা ও আরিফুলকে জালিয়াতি ও প্রতারণার মূলহোতা ও বাকি ছয়জনকে অপরাধে সহায়তাকারী হিসেবে উল্লেখ করা হয়। অন্য ছয় আসামি হলেন- আবু সাঈদ চৌধুরী, হুমায়ূন কবির হিমু, তানজিলা পাটোয়ারী, বিপ্লব দাস, শফিকুল ইসলাম রোমিও ও জেবুন্নেসা।

উল্লেখ্য, গত ১২ জুলাই জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটের একজন চিকিৎসক ও জেকেজির চেয়ারম্যান সাবরিনাকে এই মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়। এর আগে গত ২৩ জুন করোনার ভুয়া সনদ দেওয়া, জালিয়াতি ও প্রতারণার অভিযোগে করোনার ভুয়া রিপোর্টদানকারী প্রতিষ্ঠান জেকেজি হেলথ কেয়ারের কর্ণধার আরিফুল চৌধুরীসহ ছয়জনকে গ্রেফতার করে তেজগাঁও থানা পুলিশ।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

বন্ধ হচ্ছে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার ব্রাউজার

দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে সেবা দিয়ে যাওয়া ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার ব্রাউজার কোনোভাবেই গুগল ক্রোম, মজিলা ফায়ারফক্সের মতো ব্রাউজারে সঙ্গে পেরে উঠছে না। তাই এবার বন্ধ হতে যাচ্ছে এক সময়ের এ জনপ্রিয় ব্রাউজারটি।

বছর ৬-৭ আগে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারের শেষ ভার্সনটি রিলিজ করা হয়। এরপর থেকে তেমন কোনো আপডেট পায়নি ব্রাউজারটি। এ পরিস্থিতিতে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার ব্রাউজারের পুরনো সাথী মাইক্রোসফট তার হাত ছাড়তে চলেছে।

সম্প্রতি মাইক্রোসফট জানিয়েছে, আগামী বছর অর্থাৎ ২০২১ সালের ১৭ আগস্ট, সংস্থাটি তার ৩৬৫ অ্যাপে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার ১১-এর সাপোর্ট বন্ধ করে দেবে। তবে শুধু ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার নয়, আগামী বছরের ৯ মার্চ মাইক্রোসফট বিদায় জানাবে তার এজ ব্রাউজারকেও।

মাইক্রোসফট সাপোর্ট বন্ধ করে দিলে হয় ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার কাজ করা বন্ধ করবে অথবা মাইক্রোসফট ৩৬৫ অ্যাপ ব্যবহার করার সময় ইউজাররা ডাউনগ্রেড অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হবে। অর্থাৎ ১৭ আগস্ট, ২০২১-এর পরে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারে মাইক্রোসফট ৩৬৫ ইউজাররা বেশ কিছু ফিচার অ্যাক্সেস করতে পারবেন না, একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

তবে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার ১১-এর ব্যবহারকারীদের ততটাও আশঙ্কার কারণ নেই। কারণ, মাইক্রোসফট তাদের ব্লগ পোস্টে বলেছে, যেসব ইউজারের IE-11 অ্যাপ্লিকেশন এবং বিনিয়োগে নিজস্ব উত্তরাধিকার রয়েছে, তারা বিনা বাধায় এটির ব্যবহার চালিয়ে যেতে সক্ষম হবেন।

আসলে এখনো অনেক কোম্পানি রয়েছে যারা পরিষেবার জন্য ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারের ওপর নির্ভর করে। তাদের কথা ভেবেই মাইক্রোসফট, এখনই ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারের কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতছে না।

মাইক্রোসফট জানিয়েছে, তারা বেশিরভাগ ইউন্ডোজ ১০ গ্রাহককে এজ ব্রাউজারের নতুন আপগ্রেড দিয়েছে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

স্নাতক-স্নাতকোত্তর ছাড়া ফাজিল-কামিল মাদ্রাসার সভাপতি নয় : হাইকোর্ট

স্নাতক ডিগ্রি ছাড়া ফাজিল ও স্নাতকোত্তর ছাড়া কোনো ব্যক্তি কামিল মাদ্রাসার গর্ভনিং বডির সভাপতি হতে পারবেন না বলে অভিমত এসেছে উচ্চ আদালত থেকে। বগুড়ার এক মাদ্রাসার গভর্নিং বডির সভাপতির মনোনয়নের বৈধতা নিয়ে জারি করা রুল যথাযথ ঘোষণা করে দেওয়া রায়ে এ অভিমত দিয়েছেন হাইকোর্ট।

গত ২১ জানুয়ারি দেওয়া ওই রায়ের পূর্ণাঙ্গ অনুলিপি গতকাল ১৯ আগস্ট হাতে পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন রিটকারীর আইনজীবী মো. হুমায়ন কবির। রায়ে আদালত অভিমত দিয়েছেন, মাদ্রাসার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সভাপতি হওয়ার জন্য ফাজিল মাদ্রাসার ক্ষেত্রে স্নাতক ও কামিল মাদ্রাসায় মাস্টার্স ডিগ্রিধারী হতে হবে।

এ বিষয়ে গণমাধ্যমকে হুমায়ন কবির জানান, এখন প্রতিষ্ঠান প্রধান প্রথমে ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির কাছে যোগ্যতা অনুযায়ী তিনজন ব্যক্তির নাম পাঠাবেন। তিনজনের মধ্যে থেকে ভিসি একজনকে সভাপতি পদে মনোনীত করবেন।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন